শিল্পবার্তা

❖ বর্ষ: ৫ ❖ সংখ্যা: ১০ ❖ জ্যৈষ্ঠ: ১৪২৩ ❖ মে : ২০১৬

রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার পেয়েছে ১২ প্রতিষ্ঠান

'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার-২০১৪ প্রদান উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, এমপি ও শিল্প সচিব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভুঁইয়া

বেসরকারি খাতে শিল্প স্থাপন, পণ্য উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদানের জন্য ১২টি প্রতিষ্ঠানকে ২০১৪ সালের 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার' দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ গত ৩০ মার্চ রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে শিল্পোদ্যোক্তাদের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন। তিনি উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহবান জানান এবং সেইসঙ্গে সময়মত ঋণ পরিশোধের জন্যও উদ্যোক্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি বলেন, 'বাংলাদেশে এখন মৎস্য, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসসমৃদ্ধ বিপুল পরিমাণ সামুদ্রিক সম্পদে সমৃদ্ধ এলাকা রয়েছে, যা থেকে বিদেশি বিনিয়োগের একটি চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। তিনি বলেন, এ ক্ষেত্রে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণে শিল্প মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোক্তাদেরও এগিয়ে আসতে হবে, ফলে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে বলে আমি মনে করি।' এসএমই খাতের উদ্যোক্তাদের এক অংকের সুদে ঋণ দেওয়াসহ নারী উদ্যোক্তাদের জামানতবিহীন ঋণ ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্লট বরাদ্দ দেওয়ার বিষয়টি তুলে ধরে তিনি বলেন, "ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলোকেও এ লক্ষ্যে এগিয়ে আসতে হবে।" বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পে তিনটি করে নয়টি, কুটির শিল্পে একটি এবং হাইটেক শিল্পে দুটি প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার দেওয়া হয়। বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরিতে চট্টগ্রামের বিএসআরএম স্টিলস লিমিটেড, ঢাকার আব্দুল মোনেম লিমিটেড ও কুষ্টিয়া বিসিক শিল্প নগরীর বিআরবি কেবলস ইন্ডাস্ট্রিজ এ পুরস্কার পেয়েছে। মাঝারি শিল্প ক্যাটাগরিতে বসুমতি ডিস্ট্রিবিউশন, এগ্রিকেয়ার ইমপোর্ট ও এক্সপোর্ট এবং খুলনার জালালাবাদ ফ্রোজেন ফুডস লিমিটেড পেয়েছে রাষ্ট্রপতির পুরস্কার। ক্ষুদ্র শিল্প ক্যাটাগরিতে নরসিংদীর হেলাল অ্যান্ড ব্রাদার্স, চট্টগ্রামের এডেসান গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ ও পাবনার প্রিন্স কেমিকেল কোম্পানি এ পুরস্কার পেয়েছে। কুটির শিল্প ক্যাটাগরিতে রাষ্ট্রপতির পুরস্কার পেয়েছে মানিকগঞ্জের জননী উইভিং ফ্যাক্টরি। আর হাইটেক শিল্প ক্যাটাগরিতে চট্টগ্রামের ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড ও ঢাকার সার্ভিস ইঞ্জিন লিমিটেড এ পুরস্কার পেয়েছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিযোগিতার বিষয়টি মাথায় রেখে উদ্যোক্তাদের পণ্য উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনার আহবান জানান রাষ্ট্রপতি । তিনি বলেন, "প্রতিনিয়ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা তীব্রতর হচ্ছে। তাই পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করার পাশাপাশি উৎপাদনেও বৈচিত্র্য আনতে হবে। নির্দিষ্ট কোনো পণ্য বা সেবা খাতের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে স্থানীয়

ও আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক গতিধারার সাথে তাল মিলিয়ে শিল্পোৎপাদনে বহুমুখী ধ্যান-ধারণা প্রয়োগ করতে হবে।" শিল্প উদ্যোক্তাদের 'শ্রমিকবান্ধব পরিবেশ' নিশ্চিত করারও তাগিদ দেন রাষ্ট্রপতি। তিনি বলেন, "উৎপাদক ও শ্রমিক একে অপরের পরিপূরক। অন্যান্য উপকরণের সাথে শ্রমিকরা হচ্ছে শিল্পের মূল সহায়ক শক্তি। উৎপাদনের জন্য শ্রমিকদের শ্রম ও দক্ষতা অপরিহার্য। মালিক-শ্রমিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক শিল্প খাতের উন্নয়নের পূর্বশর্ত। তাই আমি উদ্যোক্তাদের প্রতি শ্রমিকের কল্যাণ নিশ্চিত করতে উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।"রাষ্ট্রপতি বলেন, সরকার দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য আগামী ১৫ বছরে ১০০টি ইকোনোমিক জোন গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করছে। এসব ইকোনোমিক জোনের একটি বড় অংশ বেসরকারি উদ্যোক্তাদের মাঝে বরাদ্দ দেওয়া হবে। সেখানে কর রেয়াতসহ বিভিন্ন প্রণোদনা দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা সমানভাবে ভোগ করবেন।

পাঁচ দিনব্যাপী জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা অনুষ্ঠিত

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে উল্লেখ করে এলাকাভিত্তিক কাঁচামালের সহজলভ্যতা বিবেচনা করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনে এগিয়ে আসতে উদ্যোক্তাদের প্রতি পরামর্শ দিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এমপি। তিনি বলেন, এক্ষেত্রে জাতীয় শিল্পনীতি-২০১৬ এর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় প্রণোদনা ও নীতি সহায়তা দেয়া হবে। দেশের কোথায় কোন ধরনের এসএমই শিল্প স্থাপন লাভজনক হবে, সে বিষয়ে কার্যকর সমীক্ষা ও গবেষণা চালাতে তিনি এসএমই ফাউন্ডেশনের প্রতি নির্দেশ দেন। শিল্পমন্ত্রী গত ০৩ এপ্রিল রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে চতুর্থ জাতীয় এসএমই মেলা-২০১৬ এর উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ পরামর্শ দেন। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন ৩-৭ এপ্রিল, ২০১৬ এ মেলার আয়োজন করে।

চতুর্থ জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা-২০১৬ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এমপি

অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম.এ. মান্নান এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন কে এম হাবিব উল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে এফবিসিসিআই এর সভাপতি আবদুল মাতলুব আহমাদ, এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন। এ খাতের ওপর ভর করেই দেশের অর্থনীতি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। রপ্তানি প্রবৃদ্ধি, পণ্য বৈচিত্রকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্যবিমোচনসহ সার্বিক আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে এখাতের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। দেশের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ শিল্প ও ব্যবসা এসএমই খাতের আওতাভূক্ত। এখাত দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের শতকরা ৭০ ভাগ, শিল্প কর্মসংস্থানের ৮০ থেকে ৮৫ ভাগ এবং মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের শতকরা ৩০ থেকে ৩৫ ভাগ যোগান দিয়ে থাকে বলে তিনি জানান। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, দেশব্যাপী দক্ষ নারী কর্মী সৃষ্টি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতে পণ্য বৈচিত্রকরণ, প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য সেবা প্রদানে এসএমই ফাউন্ডেশন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ পর্যন্ত এসএমই ফাউন্ডেশন ৪ হাজার ৯শ' ০১ জন নারী উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষিত করেছে। পাশাপাশি নারী ও পুরুষ উদ্যোক্তা মিলে ৪শ' ১৪ জনকে ৪৯ কোটি টাকা এসএমই ঋণ প্রদান করেছে। পাঁচ দিনব্যাপী আয়োজিত এ মেলায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত ২শ'টি প্রতিষ্ঠান অংশ গ্রহণ করে। মেলায় কৃষিপণ্য, চামড়াজাত দ্রব্য, পাটজাতপণ্য, পোশাক, ডিজাইন ও ফ্যাশনওয়্যার, হস্ত ও কারুপণ্য, গৃহস্থালী পণ্য, প্লাস্টিক ও সিনথেটিকস্, ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেক্ট্রনিক্স, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, আইটিসহ বিভিন্নখাতে উৎপাদিত দেশিয় এসএমই পণ্য প্রদর্শন করা হয়।

ইউরিয়াসহ সব ধরনের সার বিসিআইসি ডিলারদের মাধ্যমে বিতরণের দাবি

ইউরিয়াসহ সব ধরনের সার বিসিআইসি ডিলারদের মাধ্যমে বিতরণের দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার অ্যাসোসিয়েশনের (বিএফএ) নেতারা। তারা বলেন, বিএফএ'র সদস্যভুক্ত প্রত্যেক ডিলার ১৯৯৪ সাল থেকে চাষী পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে সার সরবরাহের দায়িত্ব পালন করছে। সার ব্যবস্থাপনায় তাদের এ অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বিএডিসিসহ সরকারিখাতে আমদানিকৃত নন-ইউরিয়া সারও কৃষকদের মাঝে সুষ্ঠুভাবে সরবরাহ ও বিতরণ করা সম্ভব। গত ০২ এপ্রিল বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার অ্যাসোসিয়েশন (বিএফএ)-এর ২২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় সংগঠনের নেতারা এ দাবি জানান। রাজধানীর বসুন্ধরা কনভেনশন সিটিতে আয়োজিত এ সভায় শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু প্রধান অতিথি ছিলেন। বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার অ্যাসোসিয়েশন (বিএফএ)-এর চেয়ারম্যান ও সংসদ সদস্য কামরুল আশরাফ খান পোটন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের পরিচালক শওকত চৌধুরী এম.পি। এতে শিল্পসচিব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি, দ্যা ফার্টিলাইজার অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া এর চেয়ারম্যান রাকেশ কাপুর ও

মহাপরিচালক সতীশ চন্দর, বিএফএ'র সহসভাপতি মোঃ নাসির উদ্দিন বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বিএফএ'র নেতারা জানান, বর্তমানে বিসিআইসি নিযুক্ত ৫ হাজার ৩শ' ডিলার ও ৪৫ হাজার খুচরা বিক্রেতা দেশব্যাপী সারের সুষ্ঠু বিতরণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করছে। এর ফলে দেশে কৃষি উৎপাদনের চাকা সচল রয়েছে। হরতাল অবরোধের মধ্যেও সার ডিলাররা চাষী পর্যায়ে নিরবচ্ছিন্ন সার সরবরাহ করে ফসলের বাম্পার ফলনে সহায়তা করেছে। তারা মিল গেট ও বাফার গুদামে ইউরিয়া সারের একই মূল্য নির্ধারণ করায় বর্তমান সরকারের প্রশংসা করেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সরকার খাদ্য নিরাপত্তার স্বার্থে কৃষিখাতে ভর্তুকির বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। বর্তমানে প্রতি কেজি ইউরিয়া, টিএসপি, ডিএপি এবং এমওপি সারে যথাক্রমে কমপক্ষে ২৪, ১৮, ১৮ ও ২৫ টাকা ভর্তুকি দেয়া হচ্ছে। জাতীয় স্বার্থে ভর্তুকির এ ইতিবাচক উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। আওয়ামী লীগ সরকারের গত ৭ বছরে দেশের কোথাও সারের কোনো ধরনের সংকট হয়নি। অথচ এক সময় সারের দাবিতে ১৮ জন কৃষককে জীবন দিতে হয়েছে। তিনি চাষী পর্যায়ে সময়মত ন্যায্যমূল্যে সার প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে সার ডিলারদের প্রতি আহবান জানান।

এলডিসি'র মন্ত্রীপর্যায়ের সম্মেলনে শিল্পমন্ত্রীর যোগদান

স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মন্ত্রী পর্যায়ের ৬ষ্ঠ সম্মেলন (Sixth Ministerial Conference of the Least Developed Countries/LDCs) গত ২৬ নভেম্বর ভিয়েনা ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে শুরু হয়। শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এতে যোগ দেন। তিনি "জাতীয় অর্থনৈতিক নীতি ও কর্মসূচির মূল ধারায় অন্তর্ভূক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়ন কর্মসূচির প্রতিফলন (Mainstreaming Inclusive and Sustainable Industrial Development/ISID into the national economic policies and programmes)" শীর্ষক প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন । এতে এলডিসিভূক্ত ৪৮টি দেশের শিল্প বা পরিকল্পনা ও অর্থমন্ত্রী ছাড়াও বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, ডেলিগেশন প্রধান, জাতিসংঘভূক্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা, আফ্রিকা ও এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সংস্থা, ব্রিকগ্রুপভূক্ত (BRIC) দেশ, দাতা সংস্থা, আঞ্চলিক উন্নয়ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সিভিল সোসাইটিসহ এলডিসিভূক্ত দেশগুলোর বেসরকারিখাতের প্রতিনিধিগণ অংশ গ্রহণ করেন। সম্মেলনে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals/SDGs) অর্জনের লক্ষ্যে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য অন্তর্ভূক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের (Inclusive and Sustainable Industrial Development/ISID) কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়। এতে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ অংশগ্রহণমূলক সমৃদ্ধির জন্য টেকসই শিল্পায়ন শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সম্মেলনে ২০১৫ পরবর্তী টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিভিন্ন দেশের জাতীয় নীতিতে জ্ঞানভিত্তিক শিল্পায়নকে অন্তর্ভূক্তকরণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এছাড়া, উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার, স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অগ্রগতিতে দাতাদের অর্থায়ন বৃদ্ধি, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বেসরকারিখাতের কার্যকর অংশগ্রহণ এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব বেগবান করার কৌশল নিয়ে অংশগ্রহণকারী মন্ত্রী ও নীতিনির্ধারকরা আলোচনা করেন। এর ফলে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সহায়তার নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিত হয়েছে।

"বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে দলমত নির্বিশেষে দেশের সকল মানুষ স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল"

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের আলোচনা সভায় সংস্কৃতি মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে দলমত নির্বিশেষে দেশের সকল মানুষ স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, কোনো এক দিনের একটি ঘোষণার জন্য বাংলাদেশ স্বাধীন হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে দলমত নির্বিশেষে দেশের সকল মানুষ স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলো। এ ক্ষেত্রে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাই স্বাধীনতার ঘোষণা হিসেবে কৃষক-শ্রমিকসহ সাধারণ জনতাকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রাণিত করেছিলো। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে গত ২৪ মার্চ শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তৃতাকালে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী এ কথা বলেন। রাজধানীর বিসিআইসি মিলনায়তনে শিল্পসচিব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি'র সভাপতিত্বে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সুষেণ চন্দ্র দাস, বিসিআইসি'র চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইকবাল, বিসিক চেয়ারম্যান হযরত আলী বক্তব্য রাখেন। আসাদুজ্জামান নূর বলেন, একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধাদের শতকরা ৯৫ ভাগ ছিলেন গ্রামের সাধারণ স্বল্প শিক্ষিত কিংবা নিরক্ষর মানুষ। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি অগাধ আস্থা ও আনুগত্যের কারণে তারা ৭ই মার্চের পর থেকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। বঙ্গবন্ধুর সাহসী কণ্ঠস্বর তাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণা ও সাহস যুগিয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেক দূর এগিয়ে গেছে। গ্রামীণ সমাজ কাঠামোতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের রূপান্তর ঘটেছে। উত্তরবঙ্গ থেকে এখন মঙ্গার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে। তিনি টেকসই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে দক্ষ, সুশিক্ষিত ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দেন। সভাপতির বক্তব্যে শিল্প সচিব বলেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পেছনে এদেশের বিশাল জনগোষ্ঠির গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। এ বিশাল জনগোষ্ঠির কারণেই মাত্র নয় মাসে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছিলো। পৃথিবীর কোনো দেশে এত লোক মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ ও আত্মাহুতি দেয়নি। তিনি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিভক্তি সৃষ্টি না করে শিল্পসমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে সবাইকে দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান জানান।

সৌদি বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রীর সাথে আমুর বৈঠক

বাংলাদেশ থেকে দক্ষ জনশক্তি আমদানির আহবান

বাংলাদেশ থেকে আরো দক্ষ জনশক্তি আমদানি করতে সৌদি বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রীর প্রতি আহবান জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, মুসলিম ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের সাথে সৌদি আরবের ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশের অনেক জনবল সৌদি আরবের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। গত মার্চ মাসে সৌদি আরব সফরকালে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু রিয়াদে সৌদি আরবের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী ড. তাওফিগ ফাওজান আলরাবিয়াহ্ এর সাথে বৈঠককালে এ কথা বলেন। বৈঠকে তাঁরা দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করেন। তাছাড়া তিনি সৌদি এরাবিয়ান জেনারেল ইনভেস্টমেন্ট অথরিটির (SAGIA) ডেপুটি গভর্ণর ও ন্যাশনাল কম্পিটিটিভ সেন্টারের প্রেসিডেন্ট সউদ কে. আল-ফয়সাল এর সাথে বৈঠক করেন। বৈঠকে বিএসটিআই এর মহাপরিচালক মোঃ ইকরামুল হক, সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত গোলাম মশীসহ বাংলাদেশ দূতাবাস ও সাগিয়ার উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এসময় প্রস্তাবিত সৌদি উন্নয়ন তহবিলের আওতায় বাংলাদেশের শিল্পখাতে সহায়তার বিভিন্ন দিক নিয়েও আলোচনা হয়। বৈঠকে আমির হোসেন আমু সৌদি আরবের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রীকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান। একই সাথে তিনি প্রধানমন্ত্রীর সৌদি আরব সফরে বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষরের অনুরোধ করেন। জবাবে সৌদি শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, সৌদি আরব বাংলাদেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

সৌদি আরবের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী ড. তাওফিগ ফাওজান আলরাবিয়াহ এর সাথে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এর বৈঠক

সুবিধাজনক সময় তিনি বাংলাদেশ সফর করবেন বলেও শিল্পমন্ত্রীকে অবহিত করেন। সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত গোলাম মসীসহ বাংলাদেশ দূতাবাস এবং সৌদি বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

বিএসটিআই ও সৌদি জাতীয় মান সংস্থা সাসোর মধ্যে মানবিষয়ক কারিগরি সহায়তা মূলক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

বিএসটিআই এবং সৌদি আরবের জাতীয় মান সংস্থা সাসো এর মধ্যে মানবিষয়ক দ্বিপাক্ষিক কারিগরি সহায়তা মূলক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) এবং সৌদি আরবের জাতীয় মান সংস্থা সৌদি স্ট্যান্ডার্ডস, মেট্রোলজি অ্যান্ড কোয়ালিটি অর্গানাইজেশন (SASO) এর মধ্যে মান বিষয়ক দ্বিপাক্ষিক কারিগরি সহায়তা মূলক সমঝোতা স্মারক রিয়াদে স্বাক্ষরিত হয়েছে। বাংলাদেশের পক্ষে বিএসটিআই এর মহাপরিচালক মোঃ ইকরামুল হক এবং সৌদি আরবের পক্ষে সাসো'র গভর্ণর সা'দ বিন ওতমান আল-কাসাবি গত ০১ মার্চ সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এ সময় উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, এ সমঝোতা স্মারক সম্পাদনের ফলে সৌদি আরবসহ মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলোতে বিএসটিআই প্রদত্ত মান সনদ গ্রহণযোগ্য হবে। ফলে এসব দেশে বাংলাদেশি পণ্যের রপ্তানি বাড়বে। এর আগে শিল্পমন্ত্রী সৌদি আরবের বিখ্যাত সার ও রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সৌদি এরাবিয়া বেসিক ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (SABIC) এর নির্বাহি ভাইস প্রেসিডেন্টের সাথে বৈঠক করেন। বৈঠকে সাবিকের নির্বাহি ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেন, বর্তমানে সাবিক বিশ্বের চতুর্থ বৃহৎ কেমিক্যাল পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। এটি বিশ্বমানের কেমিক্যাল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিমার, সার ও ধাতবপণ্য উৎপাদন করছে। তিনি বাংলাদেশে রসায়ন শিল্পের উন্নয়নে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেন। পরে মন্ত্রী বাংলাদেশে সৌদি আরবের বিনিয়োগ বাড়াতে সৌদি শিল্প উদ্যোক্তা সংগঠন 'কাউন্সিল অব সৌদি চেম্বার' এর নেতাদের সাথে বৈঠক করেন। এছাড়া, তিনি সৌদি আরবের বিনিয়োগ কর্তৃপক্ষ 'সৌদি এরাবিয়ান জেনারেল ইনভেস্টমেন্ট অথরিটি' এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করেন। শিল্পমন্ত্রী সৌদি আরবের বিখ্যাত স্টিল ও মেটাল প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প কারখানা মেডেন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডসহ (Maden Industries Limited) কয়েকটি শিল্প কারখানাও পরিদর্শন করেন।

কায়রোতে অনুষ্ঠিত D-8 সম্মেলনে শিল্পমন্ত্রী ও শিল্প সচিবের যোগদান

মিশরে অনুষ্ঠিত 5th D-8 Ministerial Meeting on Industry- এ শিল্প মন্ত্রী ও শিল্প সচিবের অংশগ্রহণ।

০৯-১১ মে ২০১৬ তারিখ মিশরের রাজধানী কায়রোতে D-৮ ভূক্ত দেশসমূহের শিল্পমন্ত্রীদের নিয়ে ৫ম D-৮ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশ হতে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, এমপি ও শিল্প সচিব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান এবং তুরস্কের মধ্যে উন্নয়ন সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে ইস্তাম্বুল ঘোষণার মধ্য দিয়ে ডি-৮ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বের প্রধান প্রধান মুসলিম দেশসমূহের আন্তর্জাতিক সংগঠন হিসেবে ডি-৮ ইতোমধ্যে বৈশ্বিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান তৈরিতে সক্ষম হয়েছে। শিল্পমন্ত্রী মন্ত্রীপর্যায়ের সম্মেলনে অংশগ্রহণ এবং এর প্রস্তুতি হিসাবে অনুষ্ঠিত সিনিয়র অফিসিয়ালস্ সভা ও টাস্কফোর্স সভাসমূহে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। শিল্প সচিব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এর নেতৃত্বে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ সিনিয়র অফিসিয়াল সভা ও টাস্কফোর্সসমূহের সভায় যোগদান করেন। ডি-৮ মন্ত্রীপর্যায়ের এ সভায় মাননীয় শিল্পমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের অংশগ্রহণ ডি-৮ দেশসমূহের পারস্পরিক শিল্প সহযোগিতা, বাণিজ্য প্রসার ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। ডি-৮ সদস্য দেশগুলোর এসএমই গভর্ণমেন্টাল বডিসমূহের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা জোরদারকরণ এবং বিশ্ববাজারে এ দেশগুলোর এসএমইসমূহের প্রতিযোগিতামূলক দক্ষতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখার পথ প্রশস্ত হয়েছে। এর ফলে ব্যবসার সুযোগ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারের মাধ্যমে দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক উন্নয়ন সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে।

কোপেনহেগেন-এ কাফকো'র ১৮৯ তম বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত

কাফকো-এর ১৮৯ তম বোর্ড সভা এবং বিভিন্ন কমিটির সভা গত ১৭-১৯ মে, ২০১৬ তারিখ কোপেনহেগেন, ডেনমার্ক-এ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ও কাফকো পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্, খনিজ সম্পদ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব নাজিমউদ্দিন চৌধুরী এবং বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ করপোরেশন (বিসিআইসি)-এর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইকবাল সহ বোর্ডের অন্যান্য পরিচালকগণ যোগদান করেন। কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানীর (কাফকো) শেয়ার হোল্ডারগণের প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে ১০(দশ) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ড রয়েছে। তন্মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের ০৪ জন, জাপানের ০৩ জন, ডেনমার্ক ও নেদারল্যান্ডস এর ০৩ জন এ বোর্ডের সদস্য। সিনিয়র সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় পদাধিকারবলে কাফকো পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়; খনিজ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, বিসিআইসি বাংলাদেশ সরকারের মনোনীত সদস্য। সভায় কোম্পানীর চলমান কার্যক্রম, এনবিআর-এর নতুন গাইড লাইন অনুসারে আগত অর্থ বছরে কোম্পানীর ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানের করণীয় কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। তাছাড়া ২০১৬-২০১৯ সময়ে ব্যবসা পরিকল্পনা এবং ২০১৬-১৭ সালের অর্থ বছরের বাজেট আলোচনা ও অনুমোদন করা হয়। বোর্ডের সভায় UF-85 প্রকল্পের বাস্তবায়ন যোগ্যতা যাচাই করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

কয়লা উত্তোলনে কারিগরি সহায়তার আগ্রহ প্রকাশ করেছে পোল্যান্ড

বাংলাদেশে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে কয়লা উত্তোলনে কারিগরি সহায়তা প্রদানের আগ্রহ প্রকাশ করেছে পোল্যান্ড। এছাড়া, দেশটি বাংলাদেশে উন্নতমানের আপেল রপ্তানিরও প্রস্তাব করেছে। বাংলাদেশ সফররত পোল্যান্ডের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত উপমন্ত্রী রাডোস্লো দোমাগাল্সকি লেবেজকি এর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমুর সাথে বৈঠককালে এ আগ্রহ প্রকাশ করেন। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ ভবনে অবস্থিত শিল্পমন্ত্রীর দপ্তরে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বেগম পরাগ, প্রতিনিধিদলের সদস্য ও বাংলাদেশে পোল্যান্ডের অনাবাসিক রাষ্ট্রদূত টমাজ লুকাজ্জুক, নয়াদিল্লিতে অবস্থিত পোল্যান্ড দূতাবাসের বাণিজ্য শাখার প্রধান বিগনিউ মাগ্দঝিরাজ, পোল্যান্ডের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের কাউন্সিলর জেনারেল লুসিয়ানা জারেমজুক, খনিজ শিল্প উদ্যোক্তা পিয়ট জোজেফ ব্রন্সেল সহ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। এ সময় দু'দেশের শিল্পখাতে বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি স্থানান্তরের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায়। বৈঠকে শিল্পমন্ত্রী বলেন, পোল্যান্ডের সাথে বাংলাদেশের বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। বাংলাদেশে সরাসরি পোল্যান্ডের দূতাবাস না থাকার পরও বর্তমানে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ অর্ধ বিলিয়ন ডলার। দু'দেশের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক লিংকেজ জোরদার এবং বাণিজ্য প্রতিনিধিদলে সফর বিনিময়ের মাধ্যমে এর পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব। পোল্যান্ডের সাথে দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ ও বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসে ওয়ারসতে বাংলাদেশের দূতাবাস পুনরায় চালু করা হয়েছে। তিনি বাংলাদেশেও পোল্যান্ডের দূতাবাস পুনরায় চালুর জন্য সফররত উপমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পোল্যান্ডের উপমন্ত্রী বলেন, ইতোমধ্যে পোল্যান্ড ভারতে তাদের বিনিয়োগ বাড়িয়েছে। বাংলাদেশেও পোল্যান্ডের বিনিয়োগ বাড়ানো হবে বলে তিনি শিল্পমন্ত্রীকে জানান।

গার্মেন্টস অ্যাক্সেসরিজ শিল্পের জন্য পূর্ণাঙ্গ ইন্সটিটিউট স্থাপন করা হবে

গার্মেন্টস অ্যাক্সেসরিজ ও প্যাকেজিং শিল্পের গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ ইন্সটিটিউট ও টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হবে বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, এ জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা বরাদ্দ দিতে ইতোমধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে বিসিককে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। শীঘ্রই এর অগ্রগতি দৃশ্যমান হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। শিল্পমন্ত্রী গত ১৩ জানুয়ারি রাজধানীর বসুন্ধরা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটিতে আয়োজিত "আন্তর্জাতিক গার্মেন্টস্ এক্সেসরিজ ও প্যাকেজিং মেশিনারিজ প্রদর্শনী-২০১৬" এর উদ্বোধনকালে এ কথা জানান। বাংলাদেশ গার্মেন্টস্ এক্সেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএপিএমইএ) এবং ভারতের এএসকে ট্রেড অ্যান্ড এক্সিভিশন (প্রা:) লিমিটেড যৌথভাবে এ প্রদর্শনীর আয়োজন করে। বিজিএপিএমইএ'র এর প্রেসিডেন্ট রাফেজ আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে অর্থ প্রতিমন্ত্রী এম.এ. মান্নান, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আনিসুল হক, এফবিসিসিআই'র প্রথম সহসভাপতি শফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন), এএসকে ট্রেড অ্যান্ড এক্সিভিশন (প্রা:) লিমিটেডের পরিচালক নন্দ গোপাল কে., বিজিএপিএমইএ'র প্রথম সহসভাপতি শাহাজাদা মাহমুদ চৌধুরী বক্তব্য রাখেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, দেশে তৈরি পোশাক শিল্পখাতের পশ্চাৎ সংযোগ (Backward linkage) হিসেবে গার্মেন্টস অ্যাক্সেসরিজ ও প্যাকেজিং শিল্পের বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। এখাতে আধুনিক শিল্প কারখানা গড়ে ওঠলে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়েও বিপুল পরিমাণে রপ্তানি আয় সম্ভব হবে। তিনি যত্র-তত্র কারখানা স্থাপন না করে পরিকল্পিতভাবে পরিবেশবান্ধব গার্মেন্টস্ অ্যাক্সেসরিজ ও প্যাকেজিং শিল্প গড়ে তোলার পরামর্শ দেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা জাতীয় অর্থনীতিতে গার্মেন্টস্ অ্যাক্সেসরিজ ও প্যাকেজিং শিল্পের অবদান সম্পর্কে তুলে ধরেন। তারা বলেন, দেশের তৈরি পোশাক শিল্পে মূল্য সংযোজন ও লিড টাইম কমাতে এ শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। এ শিল্পখাতে স্থাপিত প্রায় ১৪শ' শিল্প কারখানা ৩৫ ধরনের গার্মেন্টস্ অ্যাক্সেসরিজ ও প্যাকেজিং পণ্য উৎপাদন করছে। আমদানিবিকল্প এসব পণ্য ব্যবহারের ফলে বাংলাদেশি তৈরি পোশাক সহজেই রপ্তানি বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সক্ষম হচ্ছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ শিল্পখাত থেকে ৫.৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি হয়েছে বলে তারা জানান। চার দিনব্যাপী এ আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে বিশ্বের ২২টি দেশ অংশগ্রহণ করে। এসব স্টলে গার্মেন্টস্ অ্যাক্সেসরিজ, প্যাকেজিং, লেবেল, স্যুয়িং, নিটিং, এমব্রয়ডারি, লন্ড্রি, ফিনিশিং, ডাইং, প্রিন্টিং, কাটিং, স্প্রেডিং মেশিনারি ও পণ্য প্রদর্শন করা হয়।

ধামরাইয়ে হস্ত ও কারুশিল্প প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট স্থাপন করা হবে

হস্ত ও কারুশিল্পীদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট স্থাপনের লক্ষ্যে ধামরাই বিসিক শিল্পনগরিতে জায়গা বরাদ্দ দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, এ জন্য ঢাকা জেলার ধামরাইয়ে দশ কাঠা জায়গায় একটি আধুনিক ইন্সটিটিউট গড়ে তোলা হবে। এ ইন্সটিটিউটে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি হস্ত ও কারুশিল্প পণ্য বৈচিত্রকরণ ও গুণগত

মানোন্নয়নের ওপর গবেষণার সুযোগ থাকবে। গত ২৫ জানুয়ারি রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে "হস্ত ও কারুশিল্প নীতিমালা-২০১৫ এর বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ" শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী এ ঘোষণা দেন। বাংলাদেশ হস্তশিল্প প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বাংলাক্রাফ্ট) এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বাংলাক্রাফ্ট এর প্রেসিডেন্ট আশরাফুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে "হস্ত ও কারুশিল্প নীতিমালা-২০১৫" এর বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি মালেকা খান। এতে অন্যদের মধ্যে বিসিকের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নূরুল ইসলাম, নাসিবের প্রেসিডেন্ট মির্জা নুরুল গণি শোভন, বাংলাক্রাফ্ট এর সাবেক চেয়ারম্যান এস.ইউ. হায়দার বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, দেশে প্রায় ৫০ লাখ হস্ত ও কারুশিল্পী বিভিন্ন ধরনের পণ্য উৎপাদন করছে। গ্রামভিত্তিক অর্থনীতি জোরদারে এ শিল্পীরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তারা হস্ত ও কারুশিল্প পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে শতকরা ২০ ভাগ নগদ প্রণোদনা প্রদানের দাবি জানান। একই সাথে তারা এ শিল্পখাতের উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ ঋণ চালুর তাগিদ দেন। তারা হস্ত ও কারুশিল্প নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে দ্রুত এ শিল্পের ম্যাপিং তৈরি, উদ্যোক্তাদের নৈপুণ্য বিকাশে প্রশিক্ষণ এবং পৃথক কারুপল্লি গড়ে তুলতে শিল্পমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

২০১৭ সালে বাংলাদেশে প্রথম বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র চালু হবে

২০১৭ সালে ডেনমার্কের বিনিয়োগে কক্সবাজারে বাংলাদেশে প্রথম বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র চালু হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ সফররত ডেনমার্কের শ্রমমন্ত্রী জন নিগার্ড লার্সেন। তিনি বলেন, ডেনমার্কের বিশ্বখ্যাত কোম্পানি ভেস্টাস (Vestas) ইতোমধ্যে এর জন্য প্রয়োজনীয় এক বছরের উপাত্ত সংগ্রহের কাজ শেষ করেছে। এ বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা ৬০ মেগাওয়াট হবে বলে তিনি জানান। বাংলাদেশ সফররত ডেনমার্কের শ্রমমন্ত্রী জন নিগার্ড লার্সেন এর নেতৃত্বে সাত সদস্যের এক প্রতিনিধি দল শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমুর সাথে বৈঠককালে এ তথ্য জানান। গত ২১ জানুয়ারি জাতীয় সংসদ ভবনে অবস্থিত শিল্পমন্ত্রীর দপ্তরে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বেগম পরাগ, প্রতিনিধিদলের সদস্য পিটার স্টেনগার্ড মর্চ, জ্যাকব হলবার্ড, স্টিফেন ইজেবজার্গ, লিজ রিজগার্ড, মাইকেল জ্যাকোবসেন ও বাংলাদেশে নিযুক্ত ডেনিস রাষ্ট্রদূত হ্যান ফুগ এসকেজার উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বাংলাদেশের সাথে ডেনমার্কের বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদারের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এসময় বাংলাদেশে জ্বালানি স্বনির্ভরতা অর্জনে বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদন, নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি, পানি পরিশোধন ও পয়ঃনিষ্কাশনসহ টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পারস্পরিক সহায়তার বিভিন্ন দিক আলোচনায় স্থান পায়। বৈঠকে ডেনমার্কের মন্ত্রী বাংলাদেশে বিদ্যমান বিনিয়োগ ও ব্যবসায়িক পরিবেশের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের তৈরি পোশাকসহ অন্যান্য শিল্প কারখানার কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন ও শ্রমিকদের স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা বিধানে ডেনমার্ক সহায়তা করতে আগ্রহী। এছাড়া, চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পায়রা সমুদ্রবন্দর নির্মাণেও ডেনমার্ক সহায়তা দেবে। ইতোমধ্যে ৬০টিরও বেশি ডেনিস কোম্পানি বাংলাদেশে বিভিন্নখাতে বিনিয়োগ করেছে। উত্তম বিনিয়োগ পরিবেশের কারণে আরো অনেক ডেনিস উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান এদেশে বিনিয়োগ করবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। শিল্পমন্ত্রী পায়রা সমুদ্রবন্দর নির্মাণে সহায়তার আগ্রহ প্রকাশ করায় ডেনিস মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। পায়রা বন্দর নির্মাণের পাশাপাশি চট্টগ্রাম বন্দর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ডেনিস সহায়তার প্রস্তাব সরকার যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবে বলে শিল্পমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

রংপুর ও কুমিল্লা জেলায় বিএসটিআই'র মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম শুরু হচ্ছে

রংপুর ও কুমিল্লা জেলা সদরে অস্থায়ীভাবে বিএসটিআই মান নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষণ কার্যক্রম শুরু করবে। প্রাথমিকভাবে ভাড়া বাড়িতে এ কার্যক্রম চালু হবে। পরবর্তীতে জেলাপর্যায়ে বিএসটিআই এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন অফিস-কাম-ল্যাবরেটরি স্থাপন শেষ হলে, নিজস্ব ভবনে জেলা দু'টিতে বিএসটিআই এর কার্যক্রম শুরু হবে। গত ২৬ জানুয়ারি ঢাকায় বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) এর ৩০তম কাউন্সিল সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এতে সভাপতিত্ব করেন। সভায় বিএসটিআই'র মহাপরিচালক ইকরামুল হকসহ শিল্প, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, বস্ত্র ও পাট, তথ্য, কৃষি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, বাণিজ্য, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ, স্বরাষ্ট্র, আইসিটি মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, প্রধান তথ্য অফিসার, বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক, অর্থ বিভাগ, কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বিসিএসআইআর, আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় দেশব্যাপী বিএসটিআই এর মাধ্যমে পণ্য ও সেবার মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ সময় বিএসটিআইকে আরো আধুনিক ও শক্তিশালী করতে চলমান উন্নয়ন কর্মসূচি, জনবল বৃদ্ধি, নতুন প্রকল্প গ্রহণসহ অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। সভায় জনস্বাস্থ্য রক্ষায় খাদ্য ও ভোগ্যপণ্যের গুণগতমান সুরক্ষায় দেশব্যাপী বিএসটিআই এর অভিযান জোরদার ও অভিযানের গ্রহণযোগ্যতা আরো বৃদ্ধি করতে মোবাইল কোর্ট টিমে বিএসটিআই ছাড়াও কাউন্সিলের সদস্যভুক্ত মন্ত্রণালয়/সংস্থার প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভায় শিল্পমন্ত্রী বিএসটিআইকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, এ প্রতিষ্ঠানের গুণগতমানের ওপর জনগণের জীবন সুরক্ষার বিষয়টিও নির্ভর করছে। তিনি বলেন, শিশুখাদ্য ও নির্মাণ সামগ্রীতে ভেজাল দেয়া হলে, তা মানুষের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। এটি প্রতিরোধের অন্যতম দায়িত্ব বিএসটিআই'র কর্মকর্তা-কর্মচারিদের ওপর। তিনি জাতীয় পর্যায়ে পণ্য ও সেবার গুণগতমান নিশ্চিত করতে বিএসটিআই এর কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সর্বোচ্চ সততা, পেশাদারিত্ব ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দেশনা দেন।

সার্কের ৩১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা
সার্ক অঞ্চলে আন্তঃবাণিজ্য বাড়াতে অভিন্ন মান ব্যবস্থা গড়ে তোলার তাগিদ

সার্কভূক্ত দেশগুলোর মধ্যে আন্তঃবাণিজ্য বাড়াতে পণ্য ও সেবার অভিন্ন মান ব্যবস্থা (Harmonization of Standards) গড়ে তোলার তাগিদ দিয়েছেন বক্তারা। তারা বলেন, সার্ক অঞ্চলে ১.৭ বিলিয়ন মানুষ বাস করলেও বর্তমানে দেশগুলোর মধ্যে আন্তঃবাণিজ্যের পরিমাণ সম্মিলিত রপ্তানির মাত্র ৫ শতাংশ। পণ্য ও সেবার গুণমান বাড়িয়ে সার্কভূক্ত দেশগুলো নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির পাশাপাশি বিশ্ববাজারে রপ্তানির প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা অর্জন করতে পারে। সার্কের ৩১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক মান সংস্থা (South Asian Regional Standards Organization/SARSO) আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা এ কথা বলেন। রাজধানীর তেজগাঁওয়ে সারসো ভবনে গত ০৮ ডিসেম্বর এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এম.পি এতে প্রধান অতিথি ছিলেন। দক্ষিণ এশিয় আঞ্চলিক মান সংস্থা (সারসো) এর মহাপরিচালক ড. সৈয়দ হুমায়ুন কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্য শিল্পসচিব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিচালক (সার্ক) রাহাত বিন জামান, সারসোর পরিচালক ইন্দু বিক্রম জশী প্রমূখ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সার্কভূক্ত দেশগুলোর হাইকমিশনারসহ সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, শিল্প উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী নেতারা উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী বলেন, সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সার্ক অঞ্চলের দেশগুলো আর্থসামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়েছে। ফলে দেশগুলোতে দারিদ্রের হার কমার পাশাপাশি মধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠির সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। তিনি জনগণের চাহিদা অনুযায়ী গুণগতমানের পণ্য ও সেবার যোগান দিতে সার্ক অঞ্চলে দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক বিনিয়োগে শিল্প কারখানা স্থাপনের ওপর গুরুত্ব দেন। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক মান সংস্থা (সারসো) সার্ক অঞ্চলের দেশগুলোতে অভিন্ন মান নির্ধারণের জন্য ইতোমধ্যে ৩৬টি কমন প্রোডাক্ট চিহ্নিত করেছে। এর মধ্যে এ পর্যন্ত ০৭টি পণ্যের মান চূড়ান্ত করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই এগুলো প্রকাশ করা হবে। বাকী পণ্যের মান তৈরি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এসব অভিন্ন মান চালু হলে সার্কভূক্ত দেশগুলোতে গুণগতমানের পণ্য সরবরাহ বৃদ্ধির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও সার্ক অঞ্চলের অবস্থান শক্তিশালী হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

রপ্তানিমুখী শিল্পের প্রসার ঘটিয়ে বাংলাদেশ দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের নীতি গ্রহণ করেছে

রপ্তানিমুখী শিল্পের প্রসার ঘটিয়ে বাংলাদেশ দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের নীতি গ্রহণ করেছে বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, ২০০৪ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশ গড়ে ৬ শতাংশ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। এক্ষেত্রে রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক, হিমায়িত মৎস্যসহ কৃষিভিত্তিক শিল্প গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প বর্তমানে বিশ্বে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। শিল্পমন্ত্রী গত ০৩ ডিসেম্বর অস্ট্রিয়ায় অনুষ্ঠিত ইউনিডোর ১৬তম সাধারণ অধিবেশন উপলক্ষে 'অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের জন্য অব্যাহত বাণিজ্যিক সাফল্য '(Fostering Trade Performance for Inclusive Growth and Employment)' শীর্ষক প্যানেল আলোচনায় এ কথা বলেন। ভিয়েনা ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা সিএনএন এর সাবেক উপস্থাপক টড বেঞ্জামিন। এতে অন্যদের মধ্যে ইউরোপিয় ইউনিয়ন ও ইউনিডোর সহায়তায় বাংলাদেশে বাস্তবায়নাধীন বেটার ওয়ার্কস্ অ্যান্ড বেস্ট স্ট্যান্ডার্ডস প্রোগ্রাম (BEST) শীর্ষক প্রকল্পের জাতীয় পরিচালক সালেহ্ আহমেদ, বিসিএসআইআর এর মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মিজ. মালা খান, বাংলাদেশে ইইউ (EU) ডেলিগেশনের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার মিজ রুবায়েত জেসমিন বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক শ্রমমান ও পণ্যের নিরাপত্তা বিধানে বাংলাদেশ সরকার গৃহিত নীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এসময় বিশ্ব বাজারের প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশি তৈরি পোশাক, হিমায়িত মৎস্য, চিংড়িসহ অন্যান্য রপ্তানি পণ্য টিকে থাকার সক্ষমতা বাড়াতে বাংলাদেশে গুণগতমানের অবকাঠামো গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক টড বেঞ্জামিন বলেন, বিশ্ব বাণিজ্য ও সাপ্লাই চেইনে বাংলাদেশ এখন একটি সুসংহত শক্তি। গত এক দশকে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাজারে গুণগতমানের টেক্সটাইল, গার্মেন্টস্, হিমায়িত মৎস্য, চিংড়িসহ কৃষিভিত্তিক পণ্য সরবরাহে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে। তিনি ইউরোপিয় বাজারে রপ্তানি প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত উত্তম মান ব্যবস্থার আদলে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিকমানের পরিচ্ছন্ন, উন্নত গবেষণাগার ও পরীক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরামর্শ দেন। প্যানেল আলোচনায় জানানো হয়, ইউরোপিয় ইউনিয়ন বেটার ওয়ার্কস্ অ্যান্ড বেস্ট স্ট্যান্ডার্ডস প্রোগ্রাম (BEST) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশে ৩.২ মিলিয়ন চিংড়ি শ্রমিক এবং ৪.৬ মিলিয়ন গার্মেন্টস্ শ্রমিকের উন্নয়নে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে গত পাঁচ বছরে প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দ ২৩০ মিলিয়ন থেকে বাড়িয়ে ৬০০ মিলিয়ন ইউরো করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে তৈরি পোশাক ও চিংড়ি শিল্পখাতের শ্রমিকের কর্মপরিবেশ উন্নয়ন, পরিচ্ছন্নতা, নিরাপদ খাদ্য, সুপেয় পানি সরবরাহসহ বিভিন্নখাতে ইতিবাচক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য রোল মডেল

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ সরকার গৃহিত নীতি ও কর্মসূচি স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য রোল মডেল হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এম.পি। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়নে ইতোমধ্যে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। বাংলাদেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলগুলোতে (ইপিজেড) কর্মরত শতকরা ৬৪ ভাগই নারী। তৈরি পোশাক শিল্প, শ্রমঘন এসএমই শিল্পসহ সামগ্রিক শিল্পখাতে নারীর অংশগ্রহণ প্রতিনিয়ত বাড়ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। শিল্পমন্ত্রী গত ০১ ডিসেম্বর অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে অনুষ্ঠিত 'জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থার (ইউনিডো) চতুর্থ অন্তর্ভূক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পখাতের উন্নয়ন (4th UNIDO Forum on Inclusive and Sustainable Industrial Development/ISID)' শীর্ষক ফোরামে বাংলাদেশের ইপিজেডগুলোর অভিজ্ঞতা বিনিময়কালে এ মন্তব্য করেন। ইউনিডোর ১৬তম সাধারণ অধিবেশন উপলক্ষে এ ফোরামের আয়োজন করা হয়। আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা সিএনএন এর সাবেক উপস্থাপক টড বেঞ্জামিন এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ইউনিডোর মহাপরিচালক লি ইয়াং, নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ, ইথিওপিয়ার শিল্পমন্ত্রী আহমেদ আবতিও সহ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর শিল্পমন্ত্রী/বাণিজ্য ও অর্থমন্ত্রী, জাতিসংঘভূক্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা, আফ্রিকা ও এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সংস্থা, দাতা সংস্থা, আঞ্চলিক উন্নয়ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সিভিল সোসাইটিসহ এলডিসিভূক্ত দেশগুলোর বেসরকারিখাতের প্রতিনিধিরা। শিল্পমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশে চালুকৃত ৮টি রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলে (ইপিজেড) বিশ্বের ৩৭টি দেশের বিনিয়োগ রয়েছে। দেশের মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা প্রায় ২০ ভাগ এসব ইপিজেড থেকে আসছে। চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ইপিজেডগুলো থেকে ৪৭ হাজার ৬২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। একই সময় ইপিজেডগুলোতে সরাসরি ৪ লাখ ২৯ হাজার এবং পরোক্ষভাবে প্রায় ৪ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে বলে তিনি জানান। আমির হোসেন আমু আরও বলেন, ইপিজেডগুলো কর্মরত শ্রমিকের অধিকার রক্ষা, পেশাগত নিরাপত্তা, সুস্বাস্থ্য, কল্যাণ, শিক্ষা ও নির্ভরশীলদের সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ লক্ষ্যে সরকার ইপিজেড শ্রমিক কল্যাণ সমিতি ও শিল্প সম্পর্ক আইন-২০১০ প্রণয়ন করেছে। ফলে বাংলাদেশের ইপিজেডগুলো বিদেশি বিনিয়োগের আকর্ষণীয় ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

এলডিসি'র মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের প্যানেল আলোচনায় শিল্পমন্ত্রীর আশাবাদ

আগামী পাঁচ বছর বাংলাদেশ শতকরা ৮ ভাগ জিডিপি প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখবে

আগামী পাঁচ বছর শতকরা ৮ ভাগ জিডিপি প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রেখে বাংলাদেশ ২০১৫ পরবর্তী টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে এগিয়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, এ লক্ষ্যে সরকার সম্প্রতি সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এ পরিকল্পনার আওতায় ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে শতকরা ২০ ভাগ কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পাশাপাশি জিডিপিতে এখাতের অবদান শতকরা ২১ ভাগে উন্নীত করা হবে। অস্ট্রিয়ায় অনুষ্ঠিত স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মন্ত্রী পর্যায়ের ৬ষ্ঠ সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত "জাতীয় অর্থনৈতিক নীতি ও কর্মসূচির মূল ধারায় অন্তর্ভূক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়ন কর্মসূচির প্রতিফলন (Mainstreaming Inclusive and Sustainable Industrial Development/ISID into the national economic policies and programmes) শীর্ষক প্যানেল আলোচনায় অংশ নিয়ে শিল্পমন্ত্রী এ আশা প্রকাশ করেন। ভিয়েনা ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে গত ২৭ নভেম্বর এ প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে সঞ্চালনা করেন নেপালের শিল্পমন্ত্রী সোম প্রাসাদ পান্ডে এবং ইউনিডো'র শিল্পনীতি বিষয়ক পরিচালক অগাস্টো লুইস এলকোরটা সিলভা । এতে অন্যদের মধ্যে বুর্কিনাপাসোর শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী হিপ্পোয়িট ডা, আর্জেন্টিনার শিল্প, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান বিষয়কমন্ত্রী ক্রিস্তিয়ান ব্রিটিয়েস্টিন, সার্কের মহাসচিব অর্জুন বি থাপা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) গবেষণা বিভাগের উপ-পরিচালক মোয়াজ্জেম মাহমুদ, সাউথ সেন্টারের আর্থিক ও উন্নয়ন সংক্রান্ত সিনিয়র উপদেষ্টা ম্যানুয়েল মন্টেজ আলোচনায় অংশ নেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, এলডিসিভূক্ত দেশগুলোতে অন্তর্ভূক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের লক্ষ্য অর্জনে বহুপক্ষীয় অংশীদারিত্ব জোরদার করা প্রয়োজন। দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক পণ্য ও সেবা আদান-প্রদান, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে শিল্পখাতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশের শিল্পখাতে আগামী পাঁচ বছরে ৭ দশমিক ৫ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে সরকার দারিদ্র্য বিমোচন, টেকসই নগরায়ন, পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রতি অগ্রাধিকার দিচ্ছে বলে তিনি জানান।

এসএমইখাতের উদ্যোক্তাদের জন্য শতকরা ৯ ভাগ হারে ঋণ সুবিধা দাবি

দেশব্যাপী ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের টেকসই বিকাশের লক্ষ্যে এ শিল্পখাতের উদ্যোক্তাদের শতকরা ৯ ভাগ হারে ঋণ সুবিধা দেয়ার দাবি জানিয়েছেন এসএমই শিল্প উদ্যোক্তারা। তারা এসএমইখাতে বিরাজমান বিশাল সম্ভাবনা কাজে লাগাতে কেন্দ্রিয় ব্যাংকের নীতিমালা সহজীকরণের পাশাপাশি এখাতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বাড়ানোর তাগিদ দেন। ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) এর উদ্যোগে আয়োজিত 'এসএমইখাতের সমস্যা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় বক্তারা এ দাবি জানান। রাজধানীর মতিঝিলে অবস্থিত ফেডারেশন ভবনে গত ১৮ নভেম্বর এ সভা আয়োজন করা হয়। শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এতে প্রধান অতিথি ছিলেন। এফবিসিসিআই'র এসএমই সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির পরিচালক আলহাজ্ব মোঃ বজলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে শিল্পসচিব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি, এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান কে এম হাবিব উল্লাহ, বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্ণর সীতাংশু কুমার সুর চৌধুরী, এবিসিসিআই'র প্রেসিডেন্ট আব্দুল মাতলুব আহমাদ, প্রথম সহসভাপতি মোঃ শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন, নাসিব প্রেসিডেন্ট মির্জা নূরুল গণি শোভনসহ বিভিন্ন চেম্বার ও ট্রেড বডির কেন্দ্রিয় ও জেলার পর্যায়ের নেতারা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা গবেষণার তথ্য উল্লেখ করে বলেন, এসএমইখাতে উদ্যোক্তারা শতভাগ ঋণ পরিশোধ করে থাকেন। এ বিবেচনায় এসএমইখাতে সিঙ্গেল ডিজিট সুদে ঋণ দিতে সংশয়ের কোনো কারণ নেই। তারা এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে দ্রুত বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নির্দেশনা জারির দাবি জানান। অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী বলেন, গ্রামভিত্তিক অর্থনীতি জোরদারের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার তৃণমূল পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পায়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এসএমই শিল্পায়ন কার্যক্রম বেগবান হয়েছে। বর্তমানে শহরের তুলনায় গ্রামের শ্রমজীবী মানুষ অধিক স্বচ্ছল। এসএমই শিল্পখাত বিকাশের ফলে এটি সম্ভব হয়েছে।

সম্ভাবনাময় জাহাজ নির্মাণ শিল্পঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

মো: জিয়াউর রহমান, যুগ্ম সচিব

বাংলাদেশ একটি নদী মাতৃক দেশ। প্রায় ৭০০টি ছোট বড় নদী নালা এ দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দেশকে করেছে সমৃদ্ধশালী। এছাড়াও বাংলাদেশের রয়েছে ৭২০ কিলোমিটার দীর্ঘ সমুদ্র উপকুলীয় রেখা। সাম্প্রতিক সমুদ্র বিজয়ের মাধ্যমে এ দেশের প্রায় দুই লক্ষ বর্গ কি.মি সমুদ্র জলসীমার ভিতরে যে কোন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের অধিকার একচ্ছত্রভাবে আমাদের। ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশের জাহাজ নির্মাণ শিল্পের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে। অতীতে এশিয়া ও ইউরোপের অনেক দেশ বাংলাদেশে নির্মিত জাহাজ ও নৌকা কিনে নিয়ে যেত। চৌদ্দ শতাব্দীতে পরিব্রাজক ইবনে বতুতা বাংলাদেশে এসেছিলেন পায়ে হেটে এবং ফিরে গিয়েছিলেন এ দেশের তৈরি কাঠের নৌকায়, যা নির্মিত হয়েছিল সোনারগাঁয়ের এক ডকইয়ার্ডে। ইউরোপের অনেক যাদুঘরে বাংলাদেশের নির্মিত কাঠের জাহাজ ও নৌকা আজও শোভা পাচ্ছে। ইউরোপের পরিব্রজাক কাইজার ফ্রেডরিকের বর্ণনামতে পঞ্চদশ শতাব্দীতে এ অঞ্চলের কাঠের জাহাজ নির্মাণ শিল্পের মূল কেন্দ্র ছিল চট্টগ্রামে। সপ্তদশ শতাব্দীতে তুরস্কের সুলতানের জন্য পুরো একটি নৌ-ফ্লিট তৈরি করেছিল চট্টগ্রামের জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো। মোঘলদের বিশাল নৌবহরের প্রায় সকল জাহাজই চট্টগ্রামে নির্মিত হয়েছিল। ইংরেজদের ইতিহাসখ্যাত ট্রাফালগার যুদ্ধে চট্টগ্রামে নির্মিত পালতোলা কাঠের যুদ্ধজাহাজ ব্যবহৃত হয়েছে। ১৯১৮ সালে চট্টগ্রামে নির্মিত বিখ্যাত যুদ্ধ জাহাজ "ডয়েসল্যান্ড" জার্মান নৌবাহিনীকে সরবারহ করা হয়েছিল। কাঠের জাহাজের পরিবর্তে লৌহ নির্মিত জাহাজ তৈরি করা শুরু হয় উনিশ শতকের শেষভাগে। মূলতঃ তখন থেকেই জাহাজ নির্মাণে বাংলাদেশ তার ঐতিহ্য হারাতে শুরু করে। কিন্তু বর্তমান বিশ্ব এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট, দেশের সস্তা শ্রমবাজার এবং সর্বোপরি জাহাজ নির্মান শিল্পে দেশের দক্ষ এবং অভিজ্ঞ শ্রমশক্তির কারণে জাহাজ নির্মান শিল্প নিয়ে আবার নুতন করে ভাবনার সময় এসেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের রফতানি আয়ের প্রধান উৎস হল তৈরী পোষাক শিল্প (রেডিমেড গার্মেন্টস)। তবে একটি পণ্যের ওপর নির্ভরশীলতা যে কোন সময় বিপদ ডেকে আনতে পারে। তাই বিশ্ব বাজারে চাহিদা আছে, এমন সব পণ্যের বহুমুখীকরণের উদ্দ্যেগ প্রয়োজন। এমনই একটি সম্ভাবনাময় শিল্প পণ্য হল জাহাজ নির্মাণ, যা ভারী শিল্প হিসেবে বিশ্ববাজারে পরিচিত। এর ফলে একদিকে দেশের শিল্পায়নে যেমন নতুন মাত্রা যোগ হবে অন্যদিকে জাহাজ রফতানি করে বিপুল অংকের বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হবে।

জাহাজ নির্মাণ শিল্পের বৈশ্বিক ধারা:

আগে জাহাজ নির্মাণ শিল্পে প্রাচ্যের আধিপত্য থাকলেও প্রথম মহাযুদ্ধের পর এ শিল্পে আমেরিকার একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই শিল্পে ব্রিটেন নেতৃত্ব দেয়। জাপান বৃহদাকারের তেলবাহী জাহাজ নির্মাণের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থান দখল করে। এরপর দক্ষিণ কোরিয়া এ ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেয়। এভাবে এই শিল্পের বাজার পাশ্চাত্য থেকে প্রাচ্যের দিকে ক্রমশঃ ঝুঁকে পড়ছে। কিন্তু এই শিল্পে চীন এখনও পর্যন্ত অপ্রতিদ্বন্দ্বী। চীনের সূলভ মূল্যের শ্রমবাজার এর বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এক্ষেত্রে বিকাশমান শক্তির মধ্যে রয়েছে ভারত ও ভিয়েতনাম। বর্তমানে এই শিল্প তুলনামূলক সস্তা শ্রমের দেশেই স্থানান্তরিত হতে দেখা যাচ্ছে। এই শিল্পে ভারত পঞ্চম বৃহৎ রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। আর এভাবেই এই শিল্প ইউরোপ থেকে এশিয়ার স্থানান্তরিত হচ্ছে যার ভিত্তি হচ্ছে সস্তা শ্রমবাজার। নীচে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জাহাজ নির্মাণ শ্রমিকদের ঘণ্টাপ্রতি গড় পারিশ্রমিকের একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলো ঃ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের তুলনামূলক শ্রম ব্যয়:

দেশ	ঘণ্টাপ্রতি গড় পারিশ্রমিক	দেশ	ঘণ্টাপ্রতি গড় পারিশ্রমিক
বাংলাদেশ	১.০০ মার্কিন ডলার	ব্রিটেন	২৭.০০ মার্কিন ডলার
ভারত	২.০০ মার্কিন ডলার	ফ্রান্স	২৬.০০ মার্কিন ডলার
চীন	৭.০০ মার্কিন ডলার	ইটালি	২৪.০০ মার্কিন ডলার
দক্ষিণ কোরিয়া	২৩.০০ মার্কিন ডলার	জাপান	২৬.০০ মার্কিন ডলার
আমেরিকা	২৫.০০ মার্কিন ডলার	জার্মানি	৩৬.০০ মার্কিন ডলার

জাহাজ নির্মাণ শিল্পে বাংলাদেশের সম্ভাবনা:

বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতি সম্পন্ন দেশগুলির মধ্যে অন্যতম। এ দেশে প্রচুর দক্ষ এবং অদক্ষ জনশক্তি বিদ্যমান। তাই আমাদের দেশে প্রয়োজন শ্রমঘন শিল্প। কিছুদিন আগে আমার মেঘনা গ্রুপের কারখানা সমুহ পর্যবেক্ষনের সুযোগ এসেছিল। সেখানকার অধিকাংশ কারখানাই স্বয়ংক্রিয় ভাবে পরিচালিত। মেশিনের একদিকে কাঁচামাল প্রবেশ করানো হচ্ছে। অন্যদিকে প্যাকেটজাত হয়ে ফিনিশড প্রডাক্ট বেরিয়ে আসছে। মাত্র ১০/১২ জন কর্মী নিয়েই এক একটি বড় কারখানা পরিচালিত হচ্ছে। ৪/৫ জন নিয়ন্ত্রণ কক্ষে বসে আছেন। কোথাও কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলেই নিয়ন্ত্রণ কক্ষে তা পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং টেকনিকাল পারসনরা সাথে সাথেই তার সমাধান করে দিচ্ছেন। কিন্তু গার্মেন্টস, জাহাজ নির্মাণ বা জাহাজ পূনপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে তা সম্ভন নয়। গার্মেন্টস শিল্পে যেমন কাপড় প্রবেশ করালেই সার্ট, প্যান্ট ইত্যাদি বেরিয়ে আসেনা, তেমনি জাহাজ নির্মাণ শিল্পে মেশিনে লোহা প্রবেশ করালেই জাহাজ বেরিয়ে আসেনা। এর জন্য প্রয়োজন দক্ষ অদক্ষ প্রচুর শ্রমিকের। মূলত সে লক্ষ্যেই বর্তমান সরকারের মামনীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারী জাহাজ নির্মাণ এবং জাহাজ পূনপ্রক্রিয়াজাতকরণ কে শিল্প হিসাবে ঘোষনা করেন এবং সামগ্রিক বিষয়টি ২১ এপ্রিল ২০১১ তারিখে গেজেটে প্রকাশনার মাধ্যমে তা শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যাস্ত করা হয়। এ ছাড়াও অপরিসীম সম্ভাবনাময় এ খাতকে উজ্জীবিত করতে বর্তমান সরকার আরো

কিছু বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। বাংলাদেশের জাহাজ রফতানির সমস্যা এবং সম্ভাবনা নিয়ে রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) একটি মৌলিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে। এ ছাড়া একটি স্ট্যান্ডিং কমিটিও গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশের রফতানি এবং শিল্প নীতিতে জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে 'থ্রাস্ট সেক্টর' বা গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানিতে পোর্টে গ্রিন চ্যানেল ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে। তাছাড়া ৫ ভাগ নগদ সহায়তাও ঘোষণা করা হয়েছে, যা জাহাজ নির্মাণ শিল্পে প্রণোদনা হিসাবে কাজ করবে। তবে বর্তমানে এ খাতের উল্লেখযোগ্য সমস্যা হচ্ছে জাহাজ নির্মাণের জন্য কাঁচামালের অপ্রতুলতা, মূলধন বা পুঁজির অভাব, উপযুক্ত প্রযুক্তির অভাব, চড়া সুদের হার, অপর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ, উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা, ডিজাইন ক্ষমতার অভাব, দীর্ঘ লিড টাইম, নতুন অভিজ্ঞতা, ঝুঁকি ইত্যাদি। আমাদের পার্শবর্তী দেশ ভারত জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে গত ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে ৪,০০০ কোটী ভারতীয় রুপীজ বাজেটারী সাপোর্ট সম্পন্ন ১০ বছরের জন্য একটি "জাহাজ নির্মান নীতিমালা" (A ten-year policy on shipbuilding and ship repair industry in India) প্রনয়ণ করেছে। শিল্প মন্ত্রণালয় থেকেও ভারতের মত একটি "জাহাজ নির্মান নীতিমালা" প্রনয়ণ করা যেতে পারে।

পরিশেষে এ কথা অনস্বীকার্য যে, ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ঘোষিত "ভিশন-২০২১" বাস্তবায়নে এবং বাংলাদেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিনির্মাণে, শিল্পায়নে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা মেটানোর জন্য জাহাজ নির্মাণ শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বেসরকারি উদ্যোক্তারা নিজস্বভাবে অথবা বিদেশী বিনিয়োগকারীর সঙ্গে যৌথভাবে জাহাজ নির্মান বিশেষ করে ক্ষুদ্র জাহাজ নির্মাণে বিনিযোগ করতে পারে। তবে সামগ্রিকভাবে মূলধন জোগান, বাজার বৃদ্ধি, শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকারের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা, নীতি ইত্যাদি বেসরকারি বিনিয়োগ এবং বেসরকারি বৈদেশিক বিনিয়োগকে উৎসাহিত ও আকৃষ্ট করবে এমনটা প্রত্যাশা সবার। এবং এসব পদক্ষেপের মাধ্যমেই বাংলাদেশ আবার জাহাজ নির্মাণ শিল্পে ফিরে পাবে তার পুরানো ঐতিহ্য, একই সাথে মজবুত হবে দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি।

চিনির বাজার স্থিতিশীল রাখার জন্য বিএসএফআইসি'র উদ্যোগ

চিনির বাজার স্থিতিশীল রাখার স্বার্থে ট্রাক/কাভার্ড ভ্যানের মাধ্যমে বিএসএফআইসি'র চিনি বিক্রয়

রমজান মাসে সাধারণ মানুষের মধ্যে সরাসরি স্বল্পমূল্যে চিনি বিক্রয় ও চিনির বাজার স্থিতিশীল রাখার জন্য বিএসএফআইসি বিভিন্ন শহরে ট্রাক/কাভার্ড ভ্যানের মাধ্যমে প্রতি কার্যদিবস সকাল নয়টা হতে বিকাল তিনটা পর্যন্ত এক কেজি প্যাকেটজাত চিনি খুচরা পর্যায়ে বায়ান্ন টাকা দরে বিক্রয় করছে। ভোক্তাসাধারণের নিকট চিনি পৌছানোর লক্ষ্যে একজন ক্রেতার নিকট একবার চার কেজি চিনি বিক্রয় করছে। প্যাকেটজাত চিনি বিক্রিকালীন সময়ে প্রতিটি কাভার্ড ভ্যানের জন্য ব্যানার/ফেস্টুন প্রদর্শন করছে। বিভিন্ন শহরে প্যাকেটজাত চিনি বিক্রয়ের এ কার্যক্রম পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর এর পূর্ব কার্যদিবস পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। চিনির নির্ধারিত দরের চেয়ে কেহ যাতে চিনির মূল্য অতিমূল্যায়িত না করতে পারে সে লক্ষ্যে বিএসএফআইসি প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

বিশ্ব মান দিবসের সেমিনারে শিল্পমন্ত্রী

রপ্তানি বাড়াতে মানের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্যারামিটার ব্যবহার করতে হবে

ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রসারসহ দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গুণগতমান সম্পন্ন পণ্য উৎপাদন, আমদানি ও রপ্তানির উপর গুরুত্বারোপ করে জনগণের জন্য নিরাপদ পণ্য ও সেবা নিশ্চিত করতে আমরা বদ্ধ পরিকর মর্মে উল্লেখ করেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। রপ্তানির পরিমান বাড়াতে হলে ব্যবসায়ীদেরকে উৎপাদিত পণ্যের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। শিল্প-কারখানায় আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি ও প্যারামিটার অনুসরণ করে পণ্য উৎপাদন করতে হবে। এটা করতে পারলে ব্যবসা-বাণিজ্যে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। ৪৬তম বিশ্ব মান দিবস উপলক্ষে বিএসটিআই আয়োজিত "বিশ্বব্যাপী সর্বজনীন ভাষা-মান '(Standards–the world's common language) শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী এ তাগিদ দেন। বিএসটিআই এর মহাপরিচালক ইকরামুল হক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, এম.পি; শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভুঁইয়া এনডিসি এবং ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই) এর সভাপতি আব্দুল মাতলুব আহমেদ।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ যেন বিদেশী অচল, অগ্রহণযোগ্য ও নিম্নমানের পণ্যের ডাম্পিং স্টেশনে পরিণত না হয় সে বিষয়ে আমদানিকারকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। বাংলাদেশকে কোনো ভাবে বিদেশী নিম্নমানের পণ্যের ডাম্পিং স্টেশন হতে দেয়া হবে না। মান নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিএসটিআই'র কার্যক্রম যত শক্তিশালী হবে, দেশে গুণগতমানের শিল্পায়নের ধারা তত বেগবান হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, মানের কোনো বিকল্প নেই। আমরা কী খাচ্ছি, কী পড়ছি তার প্রতিটি ক্ষেত্রে মান থাকা প্রয়োজন। মানের বিষয়ে কোন আপোষ নেই। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের রপ্তানিতে এগিয়ে থাকার কারণ আমরা মান সম্পন্ন পণ্য উৎপাদন করে বিদেশী প্রতিযোগিতায় এগিয়ে আছি। আর মান নিয়ন্ত্রনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিএসটিআই এক্ষেত্রে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করছে। এফবিসিসিআই সভাপতি বলেন, ব্যবসার প্রসারে আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ করার কোনো বিকল্প নেই। বিএসটিআই'র মহাপরিচালক সভায় সংস্থার বিভিন্ন অর্জন এবং অগ্রগতির বিষয় তুলে ধরে বলেন, ইতোমধ্যে বিএসটিআই'র কয়েকটি ল্যাবরেটরি, প্রোডাক্টস সার্টিফিকেশন সিস্টেম এবং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্টিফিকেশন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। পণ্যের গুণগতমান বজায় রেখে পণ্য উৎপাদনের জন্য তিনি শিল্প উদ্যোক্তাদের প্রতি আহবান জানান। একই সাথে তিনি সাধারণ জনগণকে সচেতন এবং গণমাধ্যমকে আরো কার্যকরী ভুমিকা পালনের আহবান জানান।

বিসিক বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন শিল্প মন্ত্রী আমির হোসেন আমু এম.পি

বিটাকের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেকার নারীদের কর্মসংস্থান হচ্ছে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভিশন ২০২১ বাস্তবায়ন ও সরকারের প্রতিশ্রুতি ঘরে ঘরে চাকুরী প্রদান করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) "হাতে-কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে মহিলাদেরকে গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্যক্রম সম্প্রসারণ পূর্বক আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচন "শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য অনুমোদন লাভ করে। কর্মসংস্থানের দারিদ্র বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়ে গুরুত্ব বিবেচনা করে পরবর্তীতে আরো ৩ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পের অধীনে মেয়েদের জন্য ৩ মাস মেয়াদী ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে লাইট মেশিনারী,প্লাষ্টিক প্রসেসিং,ইলেকট্রনিক্স কম্পিউটারসহ ৯টি ট্রেডে বছরে ৪টি এবং ছেলেদের জন্য ২ মাস মেয়াদী ৩টি ট্রেডে বছরে ৬টি কোর্সের আয়োজন করা হয়েছে। সারা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত মেয়েদের প্রশিক্ষণ ঢাকায় এবং ছেলেদের চট্টগ্রাম,চাঁদপুর,খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ পরিচালিত হচ্ছে।

এই প্রকল্পের আওতায় হাতে কলমে বাস্তবধর্মী এবং শিল্পের চাহিদা অনুসারে প্রশিক্ষিত নারী ও পুরুষদের সহজেই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে। সারাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বেকার ,দরিদ্র ও অসহায় বিশেষ করে মেয়েরা এই প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ নিয়ে কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হচ্ছে। নভেম্বর ২০১৫ হতে মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত ৩১০ জন মহিলা ও ৫৪০ জন পুরুষকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তাদের মধ্য হতে ১৯৮ জন মহিলা ও ২০২ জন পুরুষকে বিভিন্ন শিল্প কারখানা চাকুরী প্রদান করা হয়েছে

বাংলাদেশ দ্রুত মধ্যম আয়ের দেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে

বাংলাদেশ দ্রুত মধ্যম আয়ের দেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দেশের জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প খাতের অবদান ২০.১৭ ভাগ। আর এ খাতের প্রবৃদ্ধির হার ১০.৩২ ভাগ। এর মাঝে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রবৃদ্ধি হার ১০.৭০ ভাগ। এতে এটাই প্রমানিত হয় দেশ দ্রুত শিল্পায়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে আমরা অচিরেই মধ্যম আয়ের দেশে পৌঁছে যাব। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে বিসিকের দু'দিনব্যাপী বার্ষিক সম্মেলন ২০১৫-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এম.পি এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী বিসিককে একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান উল্লেখ করে দেশে দ্রুত শিল্পায়নের স্বার্থে এখানে নিয়োজিত সকলকে সম্মিলিতভাবে দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের আহবান জানান। তিনি বলেন বিসিকের ৭৪টি শিল্পনগরীর মধ্যে সম্পূর্ণ রফতানিমূখী শিল্প-কারখানার সংখ্যা ৯৫০টি । এসব শিল্পনগরীর শিল্প-কারখানাগুলোতে এ বছর ৪৩ হাজার ৮৫৮ কোটি টাকার পণ্যসামগ্রী উৎপাদিত হয়েছে। এর মধ্যে ২৪ হাজার ৫৯১ কোটি টাকার পণ্য ছিল রফতানিযোগ্য। যা পূর্বের বছরের তুলনায় ৮৪৫ কোটি টাকা বেশি। গত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এসব শিল্প নগরীসমূহ থেকে সরকার ২ হাজার ৬৫০ কোটি টাকা রাজস্ব পেয়েছে। বিগত অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল ২ হাজার ৪ শত ৯৯ কোটি টাকা।

শিল্প সচিব মোঃ মোশারফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বলেন পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক সেবামূল্যের ভিত্তিতে পণ্যের উপযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে। যাতে চীনের মত বাংলদেশের উৎপাদিত শিল্প পণ্য বিশ্ববাজারে প্রবেশ করতে পারে। এ লক্ষ্য অর্জনে বিসিককে শিল্পোদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করার জন্য আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত উদ্যোক্তাদের মাঝে সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্টদের ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং উৎপাদনের সাথে জড়িতদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। দু'দিনব্যাপী উক্ত সম্মেলনে বিসিক প্রধান কার্যালয় ও সারা দেশের মাঠপর্যায়ে মোট ১৭০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন।

আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে পারস্পরিক স্বীকৃতি অর্জনে

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের সাফল্য

বিশ্বায়নের যুগে রপ্তানি বাণিজ্যে প্রযুক্তিগত বাধা (Technical Barriers to Trade) অপসারণ, জাতীয় মান কাঠামো উন্নয়ন এবং বিভিন্ন আন্তরাষ্ট্রীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে পারস্পরিক স্বীকৃতি অর্জনে বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। দেশে ও আন্তর্জাতিক এ্যাক্রেডিটেশন প্লাটফর্মসমূহে "বিএবি" আজ একটি পরিচিত নাম। বর্তমানে বিএবি'র মান ব্যবস্থাপনা এবং এ্যাক্রেডিটেশন কার্যপদ্ধতি আন্তর্জাতিক মান ISO/IEC ১৭০১১ অনুসারে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশে বিদ্যমান দেশী এবং বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষগার, পরিদর্শন সংস্থা এবং সার্টিফিকেশন সংস্থা এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান শুরু করেছে।

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (BAB) Testing I Calibration ল্যাবরেটরির জন্য ২০১৫ সাল থেকে Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) এবং International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) এর Mutual Recognition Arrangement (MRA) অর্জন করেছে। Mutual Recognition Arrangement (MRA) স্বাক্ষরের ফলে BAB এ্যাক্রেডিটেড ল্যাবরেটরিসমূহের টেস্টিং, ক্যালিব্রেশন এবং মেডিকেল রিপোর্ট বিশ্বের সকল দেশে এখন স্বীকৃত।

BAB-MRA প্রাপ্তির আগে বিদেশ থেকে এ্যাক্রেডিটেশন নিতে প্রচুর অর্থ ব্যয় হতো, এখন সেই একই এ্যাক্রেডিটেশন সনদ BAB স্বল্প খরচে ও স্বল্প সময়ে প্রদান করছে। ফলে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের পাশাপাশি রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়েছে। BAB এ পর্যন্ত ৩৭টি দেশীয় ও বহুজাতিক টেস্টিং, ক্যালিব্রেশন এবং মেডিকেল ল্যাবরেটরি এবং ০২টি সনদপ্রদানকারী সংস্থা ও ০১টি পরিদর্শন সংস্থাকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান করেছে। বিএবি Technical Barriers to Trade (TBT) এবং Sanitary/Phyto sanitary Measure সংক্রান্ত সমস্যা দূর করে দেশের রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে।

বিএবি ISO/IEC ১৭০২১ ও ১৭০২০ অনুসারে সার্টিফিকেশন সংস্থা এবং পরিদর্শন সংস্থার এ্যাক্রেডিটেশন স্কিম চালু করেছে। BAB বিগত দুই বছরে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানের উপর ১৫টি এ্যাসেসর প্রশিক্ষণ কোর্স এবং ১৭টি অন্যান্য কারিগরি বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে।

গুণগত মান সংক্রান্ত কারিগরি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ ছাড়াও বিএবি ISO 15189, ISO/IEC 17025, 17020, 17021, 17024, 17043 বিষয়ের উপর আন্তর্জাতিক মানের কোর্স পরিচালনা ও অ্যাসেসর তৈরি করছে। এ সকল প্রশিক্ষণে কোর্সে মোট ৫৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছেন।

বিএবি নিয়মিতভাবে Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC), International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), International Accreditation Forum (IAF), Pacific Accreditation Cooperation (PAC), SMIIC, SEGA, SARSO সহ অন্যান্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে

Revival of Muslin: Policies & Institutions

- Jamal Abdul Naser Chowdhury, Additional Secretary

IN the history of textiles, there is no name more famous than that of Dhaka muslin. In 1875, when Edward VII, the then Prince of Wales, came to Bengal, Sir Abdul Gani of Dhaka ordered 30 yards of the most superior muslin as a gift to the prince. One yard of this fabric weighed barely 10 grams! Even today dresses of Dhaka muslin are considered the ultimate in luxury. The word 'muslin' was derived from the name of the city of its origin, Mosul, in Iraq and through the centuries when India became known as the home of exotic muslins, two Indian cities, namely Masulipatnam in South India and Dhaka in Bengal, became famous for the weaving of this cloth. In Bangladesh, Kapashia under Gazipur district was one of the oldest manufacturing centers of Muslin. After then sonargaon and Dhaka became the main production centers of Muslin. The history of Dhaka muslin is replete with exotic varieties, known as qutn-e-rumi, naubati, yahudi, alizolah and samanderlaher. In the first decade of the 20th century, one thaan (one yard wide, ten yards long) of muslin, known as shama or evening dew, cost Rs 400 or Rs 40 per yard. Till 1813, Dhaka muslin continued to sell in London with 75 per cent profit and was cheaper than the local British make. Alarmed at this competition, the British imposed 80 per cent duty on the Indian product. But more than the duty, the introduction of the machine-made yarn ruined the muslin trade, as by 1817, English mill-made thread was introduced in Dhaka, at one-fourth the price of the Indian yarn. Till 1821, one of the main problems faced by Dhaka weavers was to go around collecting yarn from the local spinners. This yarn was not of uniform quality. But, with British machinery, yarn of a uniform texture could be obtained and soon the Indian handmade yarn industry closed. In 1840, Dr Taylor, a British textile expert, wrote: "Even in the present day, notwithstanding the great perfection which the mills have attained, the Dhaka fabrics are unrivalled in transparency, beauty and delicacy of texture." The count for the best variety of Dhaka muslin was 1800 threads per inch, while the lesser varieties had about 1400 threads per inch.

Despite producing the costliest fabric in the world, the weavers of Dhaka suffered because of their skill. Dr Taylor states, "Hindu women of the age, varying from 18 to 30 years, were the weavers of superfine quality. But after 30 years, their sight became impaired. The superfine quality could be woven only in early morning or afternoon as otherwise the strong sunlight snapped the threads." During the medieval times, the finest muslin of Dhaka was reserved for the imperial court. The most famous of the weavers were registered as though in royal employ and were not allowed to make muslin for others. In the 17th century, Abbe Rynal, a traveller, had this to say about the weavers: "It was a misfortune to appear very dexterous, because they were then forced to work only for the Government which paid them ill and kept them in sort of captivity." The weavers were paid so little that, during the era when a rupee fetched two and a half maunds of rice, they got only one to one and a half rupees per month. By modern monetary value, this would mean a maximum daily wage of Rs 25 per day. Another unsavory fact associated with the killing of this Indian industry was that the thumbs and index fingers of many yarn makers were chopped off by the British in order to prevent them from twisting the finer yarns required for the muslins. Washing, pressing and polishing the muslin was one of the specialized tasks of Dhaka's washermen community. An interesting fact was that the polishing of muslin was done using conch shells and the fabric was not ironed. The best test of the material was that repeated washing made it finer muslin. In fact the above discussed traditional muslin is now lost.The present government is relentlessly working for the protection of heritages of Bangladesh .A number of ministries have different types of involvements with this subject. Bangladesh small & cottage industries corporation (BSCIC), under the Ministry of Industries deals with the development of cottage and small industries. It is working to keep up the heritage of cottage industries and its products through providing various supports to the small entrepreneurs. The muslin was one of the major contributions of cottage industry. BSCIC is working for the development of Jamdani industry like muslin industry. Jamdani is one of the finest muslin textiles of Bengal, produced in Dhaka district for centuries ago. It (BSCIC) has set up a Jamdani Industrial City and a research centre at Noapara in Narayanganj district at a cost of Tk 5.86 crore for the further development of the Jamdani sector.The government is working for expansion of the industry. There are 409 plots in the Jamdani Industrial City, Of all the plots, 399 industrial plots have already been distributed among entrepreneurs for setting up their industries. With a view to enhance the traditional Jamdani industries, the government has set up Jamdani research centre on 20 acres of land at Noapara of Tarabo union under Narayanganj district. The historic production of Jamdani was patronized by imperial warrants of the Mughal emperors. Under British colonialism, the Bengali Jamdani and muslin industries rapidly declined due to colonial import policies favoring industrially manufactured textiles. In more recent years, the production of Jamdani has witnessed

a revival in Bangladesh.Whether figured or flowered, Jamdani is a woven fabric in cotton, and it is undoubtedly one of the varieties of the finest muslin. It has been spoken of as the most artistic textile of the Bangladeshi weaver.

Although Jamdani is a variety of muslin but there is a gulf of difference between pure muslin and jamdani.Whether the fabulous muslin industry can be revived is the question now. A group thinks that that revival of pure muslin is a simply a dream now due to non-existence of that class of weavers and non-availability of such type of cotton. According to professionals, the revival of the muslin industry has to depend upon the gradual improvement of the quality of the popular and cheaper muslin-based Dhakai, Tangail and Jamadani sarees, which have a great commercial market.

Recently, Bangladesh, West Bengal and other states in India have tried to revive muslin-weaving skills.

We have to consider many factors on the way to journey of reviving muslin. some of them are:

1. Whether it is possible to get the plants of cotton from which the thread of muslin were collected. This plants were slightly smaller than the average cotton plant with short staple fibers. These were grown in some specific places of the Meghna river basin and dhamrai.This species are now abolished. So it is a question whether this kind of plants be reproduced.
2. The wizardly techniques of weaving muslin is now lost.The class of weavers are existing no more. So it will be very difficult to build up/develop such type of specialized muslin weavers.
3. By this time nature of soil has been changed a lot. So it is a challenge to find out the kind of soil allowing the plantation of cotton plants favorable for muslin.
4. Gathering information about the technology, equipments, types of machineries used for fabulous muslin.

It is possible to revive muslin through a comprehensive research and serious efforts. Our scientists, agriculturists, researchers have a great contribution for our country, specially in food sector. They played a special role in making the country of sixteen crore people self sufficient in food production through their research, invention or discoveries. So it is possible on their part to find out the ways to discover the things required for the revival of muslin through a comprehensive study and research.

By this time the government has passed the Arts & handicrafts rule-2015.one of the main objectives mentioned in the rule is to revive the cultural and traditional handicrafts of Bangladesh. In schedule-2 of the draft industrial rule,2016 handicrafts industries has been given preference.GI act'2013 and GI rule,2015 have been issued to protect the GI products.Anyway, specific policy & rules are required for the revival of muslin.A full-pledged research is needed with a lot of information. For this a co-ordinated effort is required with the related ministries, organizations and NGOs. In this regard Ministry of Industries, Ministry of Agriculture, Ministry of Textile & Jute, Ministry of Environment & Forestry, Ministry of Cultural affairs and other concerned ministries, NGOs and civil society may work together with forming a cell. A high powered committee has been formed to revive Muslin as per instruction of Honorable prime minister during her visit in the Ministry of textile & Jute ministry. Now it has created a new hope that Bangladesh has come forward with the mission for the revival of muslin. With the government some organizations are working in this issue. Specially DRICK is playing vital role. A Muslin festival was jointly organized by the Ministry of cultural Affairs and DRICK. Efforts are taken to build public awareness about the issue. It is expected that success will come out with a collective efforts.

APO members pave the way forward 58th APO Governing Body Meeting

Bangladesh government has identified the SMEs as a priority sector. The SMEs in Bangladesh grow faster and successfully. Global recession has little effect on the domestic economy to the huge population relocating to large potential local market with stable economy. Secretary Ministry of Industries and APO Director for Bangladesh Md. Mosharraf Hossain Bhuiyan stated that in the 58th Session of the APO Governing Body held in 19–21 April 2016, Jakarta, Indonesia. He mentioned that the government has focused on industrial productivity that have been reflected in the government policy and strategy documents such as perspective plan (Vision 2021), 7th Five Year Plan (2016-2020), Industrial Policy 2016. The three-day annual event was attended by 45 delegates, consisting of APO Directors, Alternate Directors, and Advisers from 19 member countries. Secretary-General Mari Amano reported to the GBM on the APO's activities and achievements during the previous year, as well as what APO members could expect in the coming year and beyond. He stressed the fundamental need for achieving sustainable productivity for long-term economic development and the prosperity of APO member economies.

The APO Directors considered and approved the proposal for the Roadmap to Achieve the APO Vision 2020. Finally, the GBM elected Dr. Santhi Kanoktanaporn, nominee of the Government of Thailand, as the next Secretary- General for the subsequent three years from September 2016 to September 2019

শিল্পবার্তা
আমাদের লক্ষ্য স্থির শিল্প সমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের দেশ

সম্পাদকীয়...

অর্থনৈতিক অগ্রগতির অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে শিল্পখাতের উন্নয়নের অপরিহার্যতা সর্বজন স্বীকৃত। বিশ্বের অন্যতম ঘন জনবসতিপূর্ণ আমাদের এদেশে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে শিল্পের বিকাশ ও প্রসার ঘটানো দুরূহ কাজ। বৈশ্বিক পরিসরে প্রতিযোগিতা মোকাবেলা করে টিকে থাকা বিশাল চ্যালেঞ্জ। দেশের অভ্যন্তরীন বাজারের চাহিদা আমাদের শিল্প বিকাশের পথে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে বলে দেশি বিদেশি বিনেয়োগকারীগণ আপাতঃ স্বস্তির অবকাশ পেলেও টেকসই উন্নয়নের ধারায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে স্থান করে নেয়ার বিকল্প নেই। বৈচিত্রপূর্ণ এ পৃথিবীর নানা দেশে নানা জাতির ভোগ্য পণ্য চাহিদা ও ব্যবহারের সংস্কৃতি গতিশীল। সময়ের সাথে নিজ দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট এবং ভিনদেশের সাথে অর্থ-বাণিজ্য সম্পর্ক প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে, রচিত হচ্ছে নতুন নতুন প্রেক্ষাপট। ফলে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক জোটগুলো সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবর্তিত রূপ ধারণ করছে এবং এসবের গুরুত্বে নমনীয় অবস্থা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এহেন অবস্থায় শুধুমাত্র সহজলভ্য শ্রম সুবিধা দ্বারা ব্যবসায় ব্যয় প্রয়োজনীয় মাত্রায় নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব নয়। শিল্পের যোগান হিসাবে কাঁচামাল, শক্তি ও জ্বালানী সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত পরিকল্পিত ক্ষেত্র, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও অবকাঠামো গড়ে তোলা আবশ্যক।

চলমান ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের শতকরা ২৬ ভাগ সরকারি খাতে এবং অবশিষ্ট ৭৪ ভাগই বেসরকারি উদ্যোগে অর্জিত হবে বলে আশা করা হয়েছে। শিল্প নীতি ২০১৬ তে বেসরকারি খাতকে সবচেয়ে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। দেশের লক্ষ লক্ষ উদ্যোক্তা ও শ্রমিকের নিরলস প্রয়াস আমাদের শিল্প বিকাশে প্রতিনিয়ত আশার সঞ্চার করে। তাঁদের উদ্যোগ ও পরিকল্পনা সার্বিক সাফল্যের জন্য অপরিহার্য।

এমন প্রেক্ষাপটে শিল্পবার্তার এবারের প্রকাশনায় সংগত কারণেই মানসম্মত পণ্য উৎপাদন, এসএমই শিল্পের বিকাশ ও প্রসার, শিল্পে শক্তির যোগান, জ্বালানী চাহিদার বিকল্প, দক্ষতা উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, বিশ্ব বাণিজ্যে প্রবেশ ও টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সক্ষমতা অর্জন, বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নতকরণ এবং বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন প্রাধান্য পেয়েছে।

আশা করা যাচ্ছে যে, শিল্প মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থা এবং বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বিত প্রচেষ্টা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিবে। সর্বদাই শিল্প বার্তা শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের শ্রমের বহি:প্রকাশ। ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য সম্পাদনা পরিষদ নিসংকোচে সকলের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি প্রত্যাশা করে। শিল্প বার্তা প্রকাশের জন্য যারা লেখা, তথ্য, পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন, তাঁদের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা।

সম্পাদনা পরিষদ

মোঃ আবদুল জলিল
সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা

প্রতুল কুমার সাহা
উপসচিব

মোঃ আমিনুর রহমান
উপসচিব

মোঃ ফজলুর রহমান
উপসচিব

মোঃ দাবিরুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব

প্রকাশনায়: শিল্প মন্ত্রণালয়, শিল্প ভবন, ৯১ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০, ই-মেইল: shilpabarta.moind@gmail.com, Web: www.moind.gov.bd